



316113 - প্রচলতি প্রথা মত ম্যানজোর তাকে কমশিন দিয়ে না; তাই সবে কপিণ্য বশে দামে বক্রি করবে যাতে করে কমশিনরে ঘাটতি পুষিয়ে নতিে পারে?

প্রশ্ন

প্রচলতি প্রথা অনুযায়ী সবে যে কমশিনরে হক্বদার কোম্পানি তাকে সটো দিয়ে না। ম্যানজোর কমশিন কমিয়ে দিয়ে যাতে করে বছর শেষে সবে নতিে পারে। তাই কাস্টমাররে কাছ থেকে বশে দাম নিয়ে কমশিনরে ঘাটতি পুষিয়ে নয়ো কি জায়যে হবে? কাউকে না জানিয়ে মূল্যরে অতিরিক্ত অংশ আম নিয়ো নবি। উল্লেখ্য, আমি বড় অংকরে বচোবক্রি করি এবং কঠোর পরিশ্রম করি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

বক্রিরি উপর বা অন্য কোন কাজরে উপর কর্মচারী যে কমশিন গ্রহণ করে থাকে সটোর চুক্তি হওয়া আবশ্যিক। কেননা তা বতেনরে একটা অংশ হিসেবে গণ্য এবং যহেতে চুক্তি না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাদ ঘটবে।

কোম্পানি তার কর্মচারীকে প্রচলতি রীতি অনুযায়ী কমশিন দতিে বাধ্য নয়। বরং সটো চুক্তির ব্যাপার। হতে পারে কোম্পানি প্রচলতি রীতি অনুযায়ী দবি কথিবা এর চয়ে কম দবি কথিবা এর চয়ে বেশি দবি।

আপনার কর্তব্য হচ্ছে কোম্পানির ম্যানজোররে সাথে যোগাযোগ করে তার সাথে কমশিনরে ব্যাপারে চুক্তি করা। এরপর আপনি যখন আপনার প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পালন করবেন তখন আপনি কমশিন দাবী করবেন।

দুই:

কোন কিছু বক্রিরি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির জন্য মালকিরে অনুমতি ব্যতীত সবে জনিসিরে দাম বাড়ানো জায়যে নয়। কারণ প্রতিনিধির লনেদনে অনুমতির শর্তাধীন। তাই নিজের পকেটে ভরার জন্য জনিসিটরি দাম বাড়ানো জায়যে নয়। বরং এটি খয়োনতরে অন্তর্ভুক্ত এবং এটি অন্যায়ভাবে মানুষরে সম্পদ ভক্ষণ। বরং সকল মুনাফার মালকি হবেন প্রতিনিধি নিযুক্তকারী। প্রতিনিধি কেবেল চুক্তিক্ত পারিশ্রমিকি ছাড়া আর কিছু পাবেন না।



ফতোয়াবিশিষ্ট স্থায়ী কমিটির আলমেগণকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে: এক লোক আরকে লোকেরে পণ্যসামগ্রী বক্রিকর। অর্থাৎ তাকে পণ্যগুলো দিয়ে যাত করে সে তার পক্ষ হয়ে নজিরে পরচিতি দিয়ে পণ্যগুলো বক্রিকর। এই লোক পণ্যেরে দাম বাড়িয়ে বক্রিকর এবং অতিরিক্ত অর্থ নজিরে রেখে দিয়ে। এটি কিসুদ হবে? যে ব্যক্তি এ কাজ করে তার বধিান কি?

জবাবে তারা বলেন: যে ব্যক্তি পণ্য বক্রিকর সে পণ্যেরে মালকিরে প্রতিনিধি। প্রতিনিধি পণ্যেরে ব্যাপারে ও পণ্যেরে মূল্যেরে ব্যাপারে বশ্বিসতি (যাকে বশ্বিস করা হয়েছে)। তাই সে যদি পণ্যেরে মালকিকে না জানিয়ে মূল্যেরে একটি অংশ নজিরে রেখে দিয়ে সেটো আমানতেরে খয়োনত। যা কিছু সে নিয়েছে সেটো তার জন্য হারাম।"[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি (১৪/২৭৪) থেকে সমাপ্ত]

তনি:

যদি স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট পরমাণ কমশিনেরে উপর চুক্তি হয়; কিন্তু পরে কোম্পানি কর্মচারীকে এ কমশিন না দিয়ে এবং কর্মচারী এ কমশিন আদায় করার আইনগত কোন উপায় না পায় সক্ষেত্রে কোম্পানির কোন সম্পদ যদি তার কব্জায় আসে তাহলে এ সম্পদ থেকে সে তার সুনিশ্চিতি অধিকার নিয়ে নেওয়া জায়যে আছে; এটি আলমেদেরে নকিট 'মাসয়ালাতু য়াফর' নামে পরচিতি।

কিন্তু সক্ষেত্রেও পণ্যেরে মূল্য বৃদ্ধিকরা জায়যে হবে না। কেননা এটি প্রতিনিধিত্বেরে দাবীর পরপিন্থী ও স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন। বরং এখানবে বলা হয়েছে কোম্পানির কোন সম্পদ যদি তার কব্জায় আসে। যমেন যে অর্থগুলো সে কাস্টমারদেরে থেকে রসিভি করেছে কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন অর্থ; যার কারণে তাকে অপবাদ ও শাস্তরি সম্মুখীন হতে হবে না। এগুলোর সম্মুখীন না হওয়া 'মাসয়ালাতু য়াফর' এর অন্যতম একটি শর্ত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।